দৈনিক
ইনকিলাব

আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী আদায় করবো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মূল্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজিল-কামিলের মানদানের দুরভিসন্ধিমূলক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অপতৎপরতা প্রতিহত করা হবে। লাখ লাখ আশেকানের পথ নির্দেশক পীর- মাশায়েখগণ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী বাস্তবায়ন এবং রোববার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত প্রস্তাব পরিবর্তনে সরকারকে বাধ্য করতে শরীরের শেষবিন্দু রক্ত দিতেও আমরা প্রস্তুত এ দাবী আদায়ে জীবন দিতেও পিছপা হব না। তারা বলেন, যারা ধর্মীয় লেবাস পরে জাগতিক ফায়দা লুটতে ইসলামের রাজনীতির আড়ালে মাদ্রাসা শিক্ষা ও দ্বীনের বিরুদ্ধে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকারের ঘাড়ে চেপে বসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল-কামিলের মান আদায়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা ইসলামের শত্রু। রাসূল (সাঃ)-এর শত্রু। ইসলামের পৃষ্ঠপোষকগণ বলেন, মুলত বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন সরকারের পেটে ফেরাউনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ইসলাম ধর্ম ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিলুপ্তির মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত প্রস্তাব আইন আকারে পাস করা হলে দেশে আগুন জ্বলে উঠবে। সত্যিকারের ইসলামপ্রিয় জনতাকে সাথে নিয়ে গোটা দেশ শুরু করে দেয়া হবে। সকল জেলা থেকে লংমার্চ করে ঢাকায় মহাসমাবেশের মাধ্যমে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ঘোষণা করা হবে। সরকারের অপরিণামদর্শী আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত প্রতিহত করা হবে। জরুরী এ সভায় উপস্থিত সকলের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে একটি আন্দোলনের ঘোষণা চূড়ান্ত করা হয়। এ ঘোষণার বক্তব্যের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে সবাই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন।

শর্তের বেড়াজালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজিল- কামিলের মানদানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং অবিলম্বে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাদ্রাসার ফাজিলকে স্নাতক ও কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীদানের দাবীতে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন সভাপতি আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীনের সভাপতিত্বে গতকাল (মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত দেশের পীর-মাশায়েখ, ওলামা ও শিক্ষাবিদদের এ বিশেষ জরুরী সভায় বক্তৃতা করেন ফুলতলীর পীর ছাহেব কিবলা আল্লামা আবদুল লতীফ চৌধুরী, পীর ছাহেব চরমোনাই মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম, ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, বিচারপতি আলহাজ্ব আবদুর রউফ, খেলাফত আন্দোলনের আমীর মাওলানা আহমাদুল্লাহ আশরাফ, শাহ ছাহেব মঈনীখোলা, মাওলানা শাহ আহসানুজ্জামান, ফুরফুরা শরীফের ছাহেবজাদা আবদুল হাই সিদ্দিকী মিশকাত, দারুল আমান দরবার শরীফের পীর ছাহেব মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক, মৌকর দরবার শরীফের পীর ছাহেব মাওলানা নেছার আহমদ, পীর ছাহেব সোনাকান্দী মাওলানা মাহমুদুর রহমান, মুফতি শহীদুল ইসলাম এমপি, আঞ্জুমানে আল ইছলাহর মহাসচিব মাওলানা হুছাম উদ্দীন চৌধুরী, ইসলামী ঐক্যজোট ও খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা আবদুর রব ইউছুফী, নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মাওলানা আঃ লতিফ নিজামী, ইসলামী শাসনতন্ত্রের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক মাওলানা এ টি এম জোয়ায়েত উদ্দীন, ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা ঈসা শাহেদী, মসজিদে গাউছুল আজম কমপ্লেক্সের খতীব আলহাজ্ব মাওলানা সালাহুদ্দীন, জাতীয় ওলামা পার্টির সভাপতি মুজিবুর রহমান মুক্তিবাদী, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব প্রিন্সিপাল আলহাজ মাওলানা শাকীর আহমদ মোমতাজী, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের যুগ্ম মহাসচিব দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক কবি মাওলানা রুহুল আমীন খান।

এছাড়া জরুরী সভায় উপস্থিত হয়ে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে সভায় বক্তৃতাদানকারী ওলামা-মাশায়েখদের বক্তব্যের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন পীর ছাহেব ছারছীনা মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ, প্রিন্সিপাল মাওলানা মতিউর রহমান এমপি, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সহ-সভাপতি প্রিন্সিপাল আবু তাহের, ঢাকা মহানগরী জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি প্রিন্সিপাল আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুসসহ দেশের প্রখ্যাত মাশায়েখে এজাম, ওলামায়ে কেরাম, বিভিন্ন ইসলামী ও শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সভায় ফুলতলীর ছাহেব কিবলা আল্লামা আবদুল লতীফ চৌধুরী বলেন, বর্তমান ফেৎনার যুগে রাশিয়া-আমেরিকা যখন নানা কৌশলে ইসলাম তথা রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা চালাচ্ছে ঠিক সেই যুগে আমাদের দেশে সরকারের পেটে ইসলামের শত্রু ঢুকেছে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকারের ফেরাউনরা জোটবদ্ধ হয়েছে। যে মওদূদী রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে তার কাফেরী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা আইনে পরিণত করার চেষ্টা করা হলে দেশে আগুন জ্বলে উঠবে। তিনি সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে আর ক্ষান্ত থাকা নয়, জীবন দিয়ে হলেও সরকারের এ কাফেরী সিদ্ধান্ত রুখে দেব।

চরমোনাই পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম তার বক্তব্যের শুরুতেই সভায় বক্তৃতা দানকারীদের বক্তব্যের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা সমূলে ধ্বংস করতে মন্ত্রিসভায় যে প্রস্তাব অনুমোদন করেছে তা সহজে পাল্টানো যাবে না। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী আদায়ও সহজসাধ্য নয়। তবে সরকার আমাদের দাবীকে উপেক্ষা করতে চাইলেও পারবে না, যে কোন মূল্যে দাবী বাস্তবায়ন করেই শান্ত হব। এ দাবী আদায়ে প্রয়োজনে রক্ত দেব। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী আদায়ের আন্দোলনে ছিলাম, আছি এবং থাকব।

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক জরুরী সভার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে বলেন, কেবল ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সম্ভব। তিনি দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রাখতে মজবুত আলেম তৈরীর লক্ষ্যে সকল বেসরকারী মাদ্রাসার আলেমদের সমন্বয়ে পরামর্শক কমিটি গঠন করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন, এখন আমাদের জীবনের বড় সঙ্কটময় সময়। ইসলামের ওপর নানা কৌশলে হামলা চলছে। বিদেশী বা ভিন ধর্মীদের চেয়েও সরকারের ভেতরে ইসলামবিরোধীদের দ্বারা ইসলামের ওপর চরমতম হামলা হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমেই দেশে কোরআন-হাদীস জিন্দা রয়েছে মন্তব্য করে তিনি ইসলাম ও মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর হামলা প্রতিহত করতে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

বিচারপতি আলহাজ আবদুর রউফ বলেন, মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প নেই। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। এ দাবীর বিরুদ্ধে সরকারের একগুঁয়েমি মনোভাব ঠিক নয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সরকারের কাছে বোঝা ভাবাও ঠিক নয়। তিনি বলেন, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে নাচ- গানসহ আরো অন্য কিছু শেখানো হচ্ছে। তাই ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দাবীটিতে রাজনৈতিক রেষারেষির উর্ধ্বে উঠে সরকার আলেম-ওলামাদের সাথে পরামর্শ করে নীতিমালা ও কারিকুলাম প্রণয়ন করতে পারে।

জমিয়াতুল মোদার্রেছীন সভাপতি এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেন, ২শ' বছরের ইতিহাস সমৃদ্ধ মাদ্রাসা ২ মাসের মধ্যে শিক্ষা বিলুপ্ত করতে যা কিছু করা দরকার খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার তাই করছে। আলেম-ওলামা, পীর- মাশায়েখদের দাবী উপেক্ষা করে জামায়াতের প্ররোচনায় যা করা হচ্ছে সরকারকে আগামীতে তার চরম মাশুল দিতে হবে। তিনি বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজিল- কামিলের মানদানে মন্ত্রিসভা কমিটির প্রস্তাব ২৪ ঘন্টার মধ্যে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দিয়ে সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে জামায়াতীকরণ করেছে। সরকারের এ তৎপরতার বিরুদ্ধে পীর-মাশায়েখরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন তাতে সরকারের এখনো বোধোদয় হওয়ার সুযোগ রয়েছে। অন্যথায় দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে এ বিষয়ে আগামী দিনে সরকারের সকল তৎপরতা রুখে দেয়া হবে।

খেলাফত আন্দোলনের আমীর মাওলানা আহমাদুল্লাহ আশরাফ বলেন, ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন বৃটিশরা। সেই বৃটিশরাই জামায়াতের জয়গান গায়। অতএব এখান থেকেই স্পষ্ট যে, বৃটিশদের চেয়েও জামায়াত ইসলামের কঠিনতম শত্রু। জামায়াতের কর্মকাণ্ডে প্রমাণিত হয় যে, জন্মের হাতে ইসলাম, জামায়াতে ইসলাম নয়। ওরা ইসলামবিরোধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও সার্বিক সহযোগিতায় ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা ধ্বংসের নীলনকশা করেছে। জনাব আশরাফ দেশের সকল আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখসহ ধর্মপ্রাণ সকল মুসলমানদের কাছে জামায়াতীদের প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানান। বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকারকেও জোট থেকে জামায়াতকে প্রত্যাখ্যানের দাবী জানান। তিনি বলেন, সকল পর্যায় থেকে জামায়াতকে প্রত্যাখ্যান করা না পর্যন্ত দীনদার, ওলামা-মাশায়েখসহ ঈমানদার মুসলমানগণ এ দেশে শান্তিতে থাকতে পারবে না।

মঈনীখোলার শাহ ছাহেব মাওলানা শাহ আহছানুজ্জামান বলেন, দেশে ইসলামের নামে যা শুরু হয়েছে এবং বর্তমান সরকার ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে অবস্থান গ্রহণ করেছে তাতে ইসলামের ধারক-বাহক, সেবক সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ানোর বিকল্প নেই। সেই সাথে যে যার অবস্থান থেকে ইসলামবিরোধীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে বদদোয়া করতে হবে। ফুরফুরা শরীফের ছাহেবজাদা মাওলানা আবদুল সরকার আলেমদের দাবীকে উপেক্ষা করেছে। এটা কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় না। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, যার বাড়ী তার চেয়ে অন্যের বেশী দরদ ঠিক নয়। তিনি বলেন, মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত প্রস্তাব সরকারকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। জাতীয়তাবাদ ও ইসলামের দাবীদার সরকার হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে আলেম সমাজের দাবী বাস্তবায়নে সরকারের ন্যূনতম নীতি থাকা উচিত। দারুল আমান দরবার শরীফের পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক বলেন, কস্মিনকালেও ইসলাম বিধ্বংসী এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া হবে না। মাদ্রাসা শিক্ষা ও দ্বীনের স্বার্থে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে হলেও রক্ষা করব। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করব।

মৌকারা দরবার শরীফের পীর মাওলানা নেছার আহমেদ এ জরুরী সভায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, অতি অল্প সময়ে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের আজকের আয়োজন প্রমাণ করে যে, দ্বীনের স্বার্থে পীর- মাশায়েখদের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ। ফাজিল- কামিলের মানে সরকারের অবস্থানের বিরুদ্ধে আমরা সবাই অনড়-অটল থাকব। এ সভা থেকেই তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার স্বার্থ সমুন্নত রাখতে একটি সংগ্রাম কমিটি গঠনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকার পীর-মাশায়েখদের দাবীকে উপেক্ষা করে যাদের তুষ্ট করে পুনরায় ক্ষমতার স্বপ্ন দেখছে এই সংগ্রাম কমিটি সে স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করে দেবে।

সোনাকান্দীর পীর মাওলানা মাহমুদুর রহমান বলেন, যারা মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংস করতে চায় তারা আবদুল্লাহ ইবনে ওবাইদের বংশধর। তিনি বলেন মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধীদের ষড়যন্ত্রে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার বিরুদ্ধে ওলামা-মাশায়েখরা ঐক্যবদ্ধ হলে সরকারের টনক নড়বে এবং বর্তমান অবস্থান থেকে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হবে। সংসদ সদস্য মুফতী শহীদুল ইসলাম বলেন, জামায়াতে ইসলামের ভেতরে বস্তুত কোন ইসলাম নেই। ওদের সাথে কোন ওলিও নেই। জামায়াত সব সময় সব বিষয়ে মোনাফেকি করে। ওরা কওমী মাদ্রাসার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করেছে। এখনো করছে। আমরা যেভাবে মুক্তাঙ্গনে তাক লাগানো কর্মসূচী দিয়ে কওমী মাদ্রাসার দাবীর ঘোষণা আদায় করেছে ফাজিল-কামিলের মানের বিষয়ে আরো কঠিন আন্দোলন করতে হবে।

আঞ্জুমানে আল ইছলাহর মহাসচিব মাওলানা হুছাম উদ্দীন চৌধুরী বলেন, বর্তমান জোট সরকার ইসলাম ও মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসে জামায়াতে ইসলামীর সুদূরপ্রসারী ফাঁদে পড়েছে। জোট সরকারের আত্মঘাতীমূলক সিদ্ধান্ত মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর চাপিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। ফাজিল-কামিলের মান নিয়ে অবস্থানের কারণে জাতির কাছে জামায়াতের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে। এ দায় থেকে প্রধানমন্ত্রী এড়াতে পারবেন না। তিনি বলেন, মন্ত্রিসভায় তড়িঘড়ি করে প্রস্তাব অনুমোদনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমান সরকার ইসলামী মূল্যবোধের সরকার নয়। নেজামে ইসলামী পার্টির মহাসচিব মাওলানা আঃ লতিফ নিজামী বলেন, ক্রমে মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত প্রস্তাব সরকারের আরেকটি পদক্ষেপ। এ প্রস্তাব যদি কোনক্রমে কার্যকর হয় তাহলে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনের বিকল্প নেই। ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা ঈসা শাহেদী বলেন, এই মুহূর্তে মসজিদ-মাদ্রাসা রক্ষায় ওলামায়ে কেরামদের জিহাদ ঘোষণা বিকল্প নেই।

জমিয়াতুল মোদার্রেছীন মহাসচিব আলহাজ মাওলানা শাকীর আহমদ মোমতাজী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সভা পরিচালনাকালে তার বক্তৃতায় বলেন, মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব অনুমোদনের মাধ্যমে সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিশ্চিত বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়ার রূপরেখা চূড়ান্ত করেছে। যেদিন থেকে এ আইন কার্যকর হবে সেদিন থেকে এতেতদায়ী থেকে কামিল মাদ্রাসার অস্তিত্ব পুরোপুরি বিপন্ন হয়ে যাবে। এক হাজার ২৭৮টি ফাজিল-কামিল মাদ্রাসা ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে, সরকারের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের আহ্বানে যেভাবে সকল পীর, ওলামা-মাশায়েখগণ আজ এক মঞ্চে বসেছেন, তাতে সম্মিলিতভাবে রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। সভায় সকলের সম্মতিতে জমিয়াত মহাসচিব জরুরী সভার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। শিগগিরই ঢাকায় মহাসমাবেশ করে দুর্বার আন্দোলন কর্মসূচী দেয়া হবে বলেও সকলকে আশ্বস্ত করেন।

সভার শুরুর দিকে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে বৃটিশ, পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ৩৬ বছরে ক্ষতাসীনদের অবস্থানের ধারাবাহিক বর্ণনা, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী, জামায়াতে ইসলামীর ষড়যন্ত্র ও সর্বোপরি মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট ও অদূর ভবিষ্যতে মাদ্রাসা শিক্ষার পরিণতি সম্পর্কে বিশিষ্ট সাংবাদিক, কবি মাওলানা রুহুল আমীন খানের স্বাগত বক্তব্যে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন মিলনায়তনে দেশের বরেণ্য আলেম, পীর মাশায়েখ, শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে পিনপতন নীরবতা নেমে আসে। জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে মরহুম আলহাজ মাওলানা এম এ মান্নানের সহযোদ্ধা কবি রুহুল আমীন খানের তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত বক্তব্য পিনপতন নীরবতায় সকলে শ্রবণ করলেও বক্তব্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে উপস্থিত সকলে সম্মিলিত কণ্ঠে মারহাবা মারহাবা ধ্বনি তোলেন।